দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 19-JAN 1997
পৃঃ ৩ কলাম ৩

বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হচ্ছে

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

শিক্ষার জন্য অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা রেখে সরকার বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে যাচ্ছে। আগামী অর্থবছর থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তে নতুন এ ব্যবস্থা চালুর উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের।

সাবেক সরকার 'সবার জন্য শিক্ষা' নিশ্চিত করার জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ওপর অগ্রাধিকার প্রদান করে। দরিদ্র অভিভাবকরা যেন তাদের শিশু সন্তানদের জীবিকা অর্জনের জন্য নিয়োজিত না করে স্কুলে পাঠাতে আগ্রহী হয় সে লক্ষ্যেই শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালুর পর ব্যাপকভাবে সাড়া জাগায়। কিন্তু এ কর্মসূচীর বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর মধ্যে ব্যাপকভাবে দুর্নীতি ঢুকে পড়ে। ফলে কর্মসূচী চালু থাকলেও আসল উদ্দেশ্য মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ফলে বর্তমান সরকার মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কাছে এ কর্মসূচীর ব্যাপারে মতামত চেয়ে পাঠায়। এছাড়া গত বছরের শেষ দিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় উর্ধতন কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করে। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা এবং কর্মশালায় উপস্থিত কর্মকর্তারা শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর পরিবর্তে বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর সুপারিশ করেন।

সূত্র জানায়, ১৯৯৩-৯৪ অর্থবছর থেকে শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচী চালু করার পর দু'দফায় এর মেয়াদ বৃদ্ধি করে ১৯৯৫-৯৬-এর জুন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। এ সময়ের মধ্যে দেশের এক হাজার ২৫০টি ইউনিয়নের ১৫ হাজার ১শ' ৮২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত ১৯ লাখ ৮৮ হাজার ৬৫৯ জন ছাত্রছাত্রীকে কর্মসূচীর আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। এ কর্মসূচীর মূল্য লক্ষ্য ছিল স্কুলে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার বৃদ্ধি এবং প্রাথমিক শিক্ষা শেষ না করেই স্কুল ত্যাগ বন্ধ করা। কিন্তু বাস্তবে এর কোনটাই হচ্ছে না। স্কুলের কাগজে কলমে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা প্রচুর থাকলেও তারা নিয়মিতভাবে স্কুলে আসছে না। শুধুমাত্র স্কুলে গম বা চাল দেয়ার দু'একদিন আগে ও পরে উপস্থিতির হার থাকে লক্ষণীয়। এছাড়া বছর শেষে পরীক্ষা দিয়ে নতুন ক্লাসে উঠলেও ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার মান মোটেই ভাল নয়। এছাড়া ছাত্রছাত্রীদের মাঝে খাদ্য বিতরণ এবং থানা বা জেলা সদর থেকে খাদ্য উত্তোলন ব্যবস্থায় শিক্ষকরা জড়িয়ে পড়ায় নানা ধরনের সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। কোন কোন স্কুলের শিক্ষকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও উঠেছে। এসব কারণেই সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা কর্মসূচীটি নতুনভাবে চালুর সুপারিশ করেন।

শিক্ষার জন্য খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় মাসে প্রতি ছাত্রছাত্রীকে যে পরিমাণ চাল বা গম দেয়া হয় তার মূল্য দাঁড়ায় গড়ে ১৭৫ থেকে দু'শ' টাকায়। বৃত্তিমূলক প্রাথমিক শিক্ষা চালু হলে ছাত্রপ্রতি মাসে ৫০ থেকে এক'শ' টাকা করে দেয়া হবে। এ টাকা ব্যাংকের একাউন্টের মাধ্যমে দেয়া হবে। ছাত্রছাত্রীর অভিভাবকের নামে একাউন্ট থাকবে। মাস শেষে একাউন্টে টাকা জমা হওয়ার পর তা চেক কেটে উঠিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা থাকবে। একই সাথে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার মান উন্নত করার জন্যও বিশেষ ব্যবস্থা থাকতে পারে।

এ ব্যাপারে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগের এক কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা হয়। তিনি বলেন, মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ উর্ধতন কর্মকর্তাদের সুপারিশ প্রায় একই ধরনের পাওয়া গেছে। আগামী অর্থ বছর থেকেই এ নতুন ব্যবস্থা চালু করার ব্যাপারে সরকার সুপারিশগুলো বিবেচনা করছে।